ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

# নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

প্রেমের কথা স্বীকার করলেন শ্রদ্ধা কাপুর
পৃঃ ৫

রোনালদোর ৯০৬তম গোলে পর্তুগালের তিনে তিন
পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২৮২ ● কলকাতা ● ০৩ কার্তিক, ১৪৩১ ● রবিবার ● ২০ অক্টোবর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

## দাবি না মানলে মঙ্গলবার সর্বাত্মক চিকিৎসক ধর্মঘট

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** সব দাবি মানা না হলে আবারও ধর্মঘটে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন চিকিৎসকেরা। শুক্রবার সিনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন জুনিয়রেরা। সেই বৈঠক শেষে জুনিয়র ডাক্তার দেবাশিস হালদার রাজ্য সরকারকে তাঁদের দাবি মেনে নেওয়ার সময় বেঁধে দিয়েছেন। তিনি বলেন, "সোমবারের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী যদি আমাদের দাবি না মানেন, তবে মঙ্গলবার স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সর্বাত্মক ধর্মঘটে যেতে বাধ্য হব।" সেই ধর্মঘটে সিনিয়র ডাক্তারেরাও যোগ দেবেন বলে জানিয়েছেন দেবাশিস। উল্লেখ্য, আন্দোলনের অভিমুখ ঠিক করতে বৃহস্পতিবারও সিনিয়রদের সঙ্গে বৈঠকের আয়োজন করেছিলেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। ভার্চুয়াল মাধ্যমে ওই বৈঠক ডাকা হয়েছিল। কিন্তু যান্ত্রিক কিছু ত্রুটির কারণে বৈঠক সম্পন্ন হয়নি। তা থেকে কোনও সিদ্ধান্তেও আসা যায়নি। সেই কারণেই শুক্রবার আবার বৈঠক ডাকা হয়েছিল। আইএমএ থেকে শুরু করে বিভিন্ন চিকিৎসক সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন সেই বৈঠকে।

'ধর্মঘটে' যাওয়ার সিদ্ধান্ত ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি কর্মসূচি ঠিক করা হয়েছে শুক্রবারের বৈঠকে। শনিবার 'ন্যায়বিচার যাত্রার' ডাক দিয়েছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। সেখানে সিনিয়র ডাক্তারদের সংগঠন থেকে নাগরিক সংগঠন সকলে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। শনিবার দুপুরে আরজি কর-কাণ্ডে নিহত চিকিৎসকের বাড়ির এলাকা থেকে শুরু হবে এই কর্মসূচি। তার পর মিছিল যাবে ধর্মতলার অনশনমঞ্চ পর্যন্ত। এ ছাড়াও রবিবার ধর্মতলার অনশনমঞ্চে 'মহাসমাবেশে'র ডাক দেওয়া

এরপর ৩ পাতায়

## জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে 'লাল ফিতের ফাঁস' খুলে দ্রুত জমি জোগাড়

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** রাজ্যের চাপানউতোর অথবা দোষ ঠেলাঠেলি আকছার দেখা যায়। তবে এ রাজ্যে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকার নিরাপত্তা নিবিড় করার লক্ষ্যে রাজ্যের পদক্ষেপে সন্তোষ প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রশাসনের খবর, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে 'লাল ফিতের ফাঁস' খুলে দ্রুত জমি জোগাড়, মালিকদের থেকে সরাসরি জমি কিনে এবং কিছু ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের জমি কেন্দ্রকে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য।প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, কয়েকটি জায়গায় এখনও সমস্যা কাটেনি। যেমন, বিএসএফ কয়েকটি ক্ষেত্রে কেন্দ্রের থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ আনতে পারেনি। সেই অর্থ এলেই জমির ব্যবস্থা চূড়ান্ত হবে। কারণ, জমির মালিকের সঙ্গে অনেক আগে দর নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। তারপর সময় কেটে যাওয়ার বাজারদর বেড়ে গিয়েছে। জমির মালিক এখন নতুন দরে জমি বিক্রি করতে আগ্রহী। রাজ্যের জমি নীতি অনুযায়ী সেই পদক্ষেপই করতে হবে। পাশাপাশি, সরকারি খাস জমি কেন্দ্রকে হস্তান্তর করার পদ্ধতিও রয়েছে সরকারি স্তরে। সেই পদ্ধতিতেও কেন্দ্র অর্থ বরাদ্দ করে থাকে।

মালদহ, মুর্শিদাবাদের সীমান্তবর্তী কিছু এলাকায় আগেই জমি চিহ্নিত করেছিল বিএসএফ। কিন্তু বর্তমানে সেগুলি বন্যাপ্রবণ হয়ে পড়েছে এবং গঙ্গায় জলস্তর বাড়ায় সেখানে চৌকি তৈরি করা অসম্ভব। বিএসএফের কাছ থেকে এ কথা জানার পরে নতুন জমি খোঁজা শুরু হয়েছে।প্রতিবেশী দেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরে রাজ্যের এই পদক্ষেপেই খুশি দিল্লি। প্রশাসনের এক কর্তার কথায়, 'দেশের নিরাপত্তা যে অগ্রাধিকার, সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকদের সেই বার্তা দেওয়া হয়েছে। সে কথা

এরপর ৩ পাতায়

## হাতি যখন রাস্তায় যায়
## কিছু কুকুর পিছনে চিল্লায়', গো-ব্যাক স্লোগান শুনে মেজাজ হারালেন শুভেন্দু

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** শনিবার মালদার ভূতনি এলাকায় ভাঙন দেখতে হাজির হন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তখন একদল মানুষ তাঁর কনভয় ঘিরে গো-ব্যাক স্লোগান দিতে থাকেন। অনেকে আবার কালো পতাকা দেখান। তাতেই উত্তেজনা দেখা দেয়। এই ঘটনা দেখে বেশ বিরক্ত হন বিরোধী দলনেতা। এমনকী সাংবাদিকদের সামনে মেজাজ হারান। গো-ব্যাক স্লোগান তোলা এবং কালো পতাকা দেখানো মানুষজনকে কুকুর বলেছেন তিনি।এছাড়া মালদায় এসে নন্দীগ্রামের বিধায়ক একটি জনসভা করেন। তার আগে বন্যায় মৃত ১০ জনের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করেন। চার হাজার বানভাসি মানুষকে ত্রাণ তুলে দেন। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের

এরপর ৩ পাতায়

মৃত্যুঞ্জয় সরদারের আটটি বইয়ের মধ্যে
কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে
চারটি বই পাওয়া যাচ্ছে।
অন্যান্য বইগুলো সব বিক্রি হয়েছে।

কলেজ স্ট্রিটে
পাওয়া যাচ্ছে বইগুলোর নাম

ঈশ্বরী কথা আর
মাতৃ শক্তি
কলেজ স্ট্রিট
কেশব চন্দ্র স্ট্রিটে,
অশোক পাবলিশিং হাউসে

সুন্দরবন ও
সুন্দরবনবাসি
বর্ণপরিচয় বিল্ডিংয়ে
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দিরে

কলেজ স্ট্রিট সারাদিন পাবলিকেশনের পাওয়া যাচ্ছে
আর্তনাদ নামের বইটি।
এই বইটি অনলাইনে বুক করলে পোস্ট অফিসে বাড়ি পৌঁছে যাবে।

যোগাযোগ নম্বর ৯৫৬৪৩৮২০৩১

আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বাংলা মাধ্যম)
সরবেড়িয়া আন্‌-নূর মিশন
(বালক ও বালিকা পৃথক ক্যাম্পাস)
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি) বিজ্ঞান ও কলা বিভাগ
E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Contact : 9732531171
২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য (পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি)
পরীক্ষা কেন্দ্র সরবেড়িয়া আন নূর মিশন
সরবেড়িয়া, এফ.এস.হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পরগনা
ফর্ম বিতরণ চলছে (অফলাইনে)
ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ৩রা নভেম্বর ২০২৪
ভর্তি পরীক্ষার তারিখ : ১০ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার দুপুর ১২টা
ফলাফল প্রকাশিত হবে : ১৭ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার দুপুর ২টা
ফলাফল জানা যাবে www.annoormission.org
এই website notice board-এ
সফল ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক/অভিভাবকা সাক্ষাৎকার ও
ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে ২২শে নভেম্বর থেকে ৩০শে নভেম্বর ২০২৪
ফর্মের মূল্য : ৫০.০০ টাকা

আবাসিক শিক্ষক চাই
বায়োলজি
এমএসসি অনার্স
ও একজন
কম্পিউটার
টিচার লাগবে
সত্বর Resume mail করুন

ফর্ম পাওয়ার জন্য বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন ফর্ম বিতরণ কেন্দ্রগুলিতে

❖ সরবেড়িয়া আন নূর মিশন
সরবেড়িয়া, এফ.এস. হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পঃ
মোঃ - ৯৫৬৪০১১৯০৬ / ৯৭৩৪৫৪৯৫০৫

❖ নিউ বিশ্বাস জেরক্স
মুরারীসাহা চৌমাথা, ভেবিয়া, উঃ ২৪ পঃ
মোঃ - ৯৬০৯০৮২৪১৬

❖ আদর্শ শিশু নিকেতন
ভাঙনখালি, (কলতলা মোড়) বাসন্তী, দঃ ২৪ পঃ মোঃ - ৮১৪৫২৫০০৮০

❖ সাগরিকা লাইব্রেরী
বিজয়গঞ্জ বাজার, ভাঙ্গর, দঃ ২৪ পঃ মোঃ - ৯৭৩৫২৮০৪০৭

❖ আরফান আলি বিশ্বাস
দেবগ্রাম, কাটোয়া মোড়, নদীয়া মোঃ - ৯১৫৩৯৩২৯০৬

# নরমে গরমে চিকিৎসকদের কী বললেন মমতা?

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** অনশন তুলে নেওয়া জন্য আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের বার বার অনুরোধ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ দিন ধর্মতলায় চিকিৎসকদের অনশন মঞ্চে যান রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং স্বরাষ্ট্রসচিব। স্বরাষ্ট্রসচিবের ফোনের মাধ্যমেই ধৈর্য ধরে জুনিয়র চিকিৎসকদের সব দাবি একে একে শোনেন মুখ্যমন্ত্রী।এ দিন একে একে চিকিৎসকদের দশ দফা দাবিই শোনেন মুখ্যমন্ত্রী। অধিকাংশ দাবির সঙ্গেই সহমত পোষণ করে ন্যায়সঙ্গত বলেও জানান মমতা। এমন কি দশ দফা দাবির পরেও আরও দুই দফা দাবি আছে বলে চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে তাঁকে জানানো হয়। তবে সেই দাবিগুলি মুখ্যমন্ত্রীর মুখোমুখি হয়ে জানানোর কথা বলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য তাতেও ধৈর্য না হারিয়ে বলেন, 'তোমরা বিষয়টা ঝুলিয়ে রেখো না। আরও কী দাবি আছে আমাকে বলো, আমি শুনছি।'

হাসপাতালে নিরাপত্তার জন্য সিভিক ভলেন্টিয়ার অথবা বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগে আপত্তি জানান জুনিয়র চিকিৎসকরা। মুখ্যমন্ত্রী তখন জানান, রাজ্য সরকার ৬ হাজার পুলিশকর্মী নিয়োগ করতে তৈরি। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে ওবিসি মামলা চলায় সেই নিয়োগ আটকে রয়েছে। ফলে চাইলেও রাজ্য সর্বত্র পর্যাপ্ত পুলিশকর্মী নিয়োগ করতে পারছে না।তবে চিকিৎসকদের অনশন তোলার আর্জি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নরমে গরমে বুঝিয়ে দিয়েছেন, জুনিয়র চিকিৎসকদের সব দাবি রাজ্য সরকারের পক্ষে অবিলম্বে মানা সম্ভব নয়।

এ দিন ফোনে আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলার সময় বার বারই মুখ্যমন্ত্রী অনশনকারীদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে দেখার জন্য আন্দোলনকারীদের অনুরোধ করেন। শুধু তাই নয়, চিকিৎসকদের বোঝাতে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি তোমাদের কথা দিচ্ছি, আমি যা যা বললাম, বিকেলের মধ্যে সব লিখিত আকারে তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে।' মুখ্যমন্ত্রীকে এমনও বলতে শোনা যায়, 'আমি তোমাদের দিদি হয়ে বলছি, দয়া করে অনশনটা তুলে নেও।'জুনিয়র চিকিৎসকরা বার বারই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আরও একবার মুখোমুখি আলোচনার দাবি জানান। মুখ্যমন্ত্রী পাল্টা জানিয়েছেন, সোমবার বিকেল পাঁচটায় নবান্নে জুনিয়র চিকিৎসকদের সঙ্গে তিনি বৈঠক করবেন। তবে এবার সর্বাধিক দশ জন প্রতিনিধি নিয়ে নবান্নে যাওয়ার জন্য চিকিৎসকদের জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী কিছুটা কড়া সুরেই জানিয়ে দেন, এবার যেন চিকিৎসকরা তাঁকে তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়ে না রাখেন।

শুধু তাই নয়, জুনিয়র চিকিৎসকরা দাবি তুললেও এ দিনও স্বাস্থ্য সচিবকে অপসারণের দাবি নাকচ করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকলে তা তদন্ত করে দেখা হবে। এই প্রসঙ্গেই কঠোর মনোভাব দেখিয়েই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে নিশ্চয়ই তদন্ত করা হবে, কিন্তু এভাবে বললে সরকারের পক্ষে কি সেই দাবি মানা সম্ভব? একটা পরিবার থেকে সবাইকে তুমি তাড়িয়ে দেবে? তুমি ঠিক করবে সরকার কোন অফিসারকে রাখবে কাকে তাড়াবে?'তবে স্বাস্থ্যসচিবকে অপসারণের দাবি খারিজ করলেও মেডিক্যাল পরীক্ষায় বেনিয়াম বন্ধে কড়া পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ছাত্র সংসদ নির্বাচনও চার মাসের মধ্যে করা হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন তিনি। আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের অধিকাংশ দাবির সঙ্গেই সহমত পোষণ করে রোগীদের কথা ভেবে আন্দোলন প্রত্যাহারে আর্জি জানান মুখ্যমন্ত্রী।

এ দিন একে একে চিকিৎসকদের দশ দফা দাবিই শোনেন মুখ্যমন্ত্রী। অধিকাংশ দাবির সঙ্গেই সহমত পোষণ করে ন্যায়সঙ্গত বলেও জানান মমতা। এমন কি দশ দফা দাবির পরেও আরও দুই দফা দাবি আছে বলে চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে তাঁকে জানানো হয়। তবে সেই দাবিগুলি মুখ্যমন্ত্রীর মুখোমুখি হয়ে জানানোর কথা বলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য তাতেও ধৈর্য না হারিয়ে বলেন, 'তোমরা বিষয়টা ঝুলিয়ে রেখো না। আরও কী দাবি আছে আমাকে বলো, আমি শুনছি।'

# ডায়মণ্ড হারবারে স্বাধীনতা সংগ্রামী

## চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী ও শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরার জন্মদিন পালন

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে বঙ্গীয় হেলে/হেলিয়া/চাষী কৈবর্ত-মাহিষ্য সমাজের সহযোগিতায় আজ মর্যাদার সঙ্গে ডায়মণ্ড হারবার ঋষি অরবিন্দ উদ্যানে স্বাধীনতা সংগ্রামী চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী ও শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরার জন্মদিন পালন করা হয়। সকালে দেশবরেণ্য চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী স্মৃতি রক্ষা কমিটি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদ এবং ডায়মণ্ড হারবার চাষী কৈবর্ত-মাহিষ্য সমাজের পক্ষ থেকে খাদি ভাণ্ডারের সামনে চারুচন্দ্র ভাণ্ডারীর আবক্ষ মূর্তিতে ও শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। বিকালে ঋষি অরবিন্দ উদ্যানে এক আলোচনা সভায় তাঁদের কর্মজীবন সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তা আলোকপাত করেন। সভায় পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক মাধাই বৈদ্য। তিনি চারুচন্দ্রের ত্যাগ ও সেবার আদর্শ জীবন এবং মাতঙ্গিনীর আত্মত্যাগের মাধ্যমে নারী শক্তি উত্থানের কথা আলোচনা করেন।

সংস্কৃতি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও বিশিষ্ট আইনজীবী তপনকান্তি মণ্ডল তাঁর আলোচনায় উভয়ের নিখাদ দেশ প্রীতির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন চারুচন্দ্র ছিলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার ভূমিপুত্র উচ্চ শিক্ষিত, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘদেহী মহাত্মা গান্ধী ও আচার্য বিনোবা ভাবে-র ভাবশিষ্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম, এ, এবং বি,এল, ডিগ্রী অর্জনের পর তিনি কিছু দিন ডায়মণ্ড হারবার কোর্টে ওকালতি করেন। ১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় তিনি সরাসরি স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন এবং বিভিন্ন সময় কারাগারে কাটাতে হয়। তাঁর রাজনৈতিক গুরু ছিলেন ডায়মণ্ড হারবার কোর্টের আইনজীবী ও মহকুমা কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি গঙ্গাধর হালদার। স্বাধীনতার পর তিনি পশ্চিম বঙ্গের প্রথম খাদ্য মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫২ সালে সমস্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করে সন্ন্যাসীর মতো জীবনযাপন শুরু করেন। তাঁর শেষ জীবন কাটে সর্বোদয় ও ভূদান আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।এই সময় তিনি নিজের সমস্ত বিষয় সম্পত্তি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে দান করে দেন। তাঁরই আমন্ত্রণে মহাত্মা গান্ধী ১৯৪৫ সালে ডায়মণ্ড হারবারে জনসমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। অপর দিকে গঙ্গার ওপারে মেচেদার নিকটবর্তী হোগলা গ্রামের ঠাকুরদাস মাইতি ও ভগবতী দেবীর কন্যা বিবাহ সূত্রে তমলুকের নিকটবর্তী আলিনান গ্রামের বাসিন্দা মাতঙ্গিনী হাজরা প্রথাগত শিক্ষায় পিছিয়ে থাকলেও দেশের কাজে তিনি বারবার জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন, একাধিকবার কারাবাস করেছেন। একসময় তাঁকে জেলা থেকে দূরে বহরমপুর জেলে বন্দী রাখা হয়। শেষমেশ ১৯৪২ সালে তমলুক থানা দখল কর্মসূচিতে জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁকে অনেকেই ফ্রান্সের জোয়ান অব আর্কের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। তাঁদের স্মরণ করা জাতীয় কর্তব্য বলে তিনি মন্তব্য করেন।

শিক্ষক ও সমাজকর্মী সিদ্ধানন্দ পুরকাইত বলেন, অনগ্রসর সমাজ থেকে উঠে আসা যেসকল মানুষ দেশ সেবা ও সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন এখনও তাঁদের উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হয়নি এবং ইতিহাসে সেভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি। এরকম অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী ও মাতঙ্গিনী হাজরাও এর ব্যতিক্রম নয়। এ বিষয়ে তিনি সমাজের শিক্ষিত সচেতন মানুষদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এছাড়া সাহিত্য সেবী সঞ্জয় গায়েন, আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চাকারী নীলরতন মণ্ডল, সাংবাদিক দিলীপ ঘোষ, সমাজসেবী সুকান্ত সরদার, প্রণব দাস, প্রীতিরঞ্জন সরকার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি এই আলোচনা সভায় প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেন।

# মদিনীপুর বিধানসভার উপনির্বাচন,

## প্রস্তুতি জোরকদমে

**বেবি চক্রবর্তী, পশ্চিম মেদিনীপুর : নিউজ সারাদিন :** রাজ্যের ৬টি বিধানসভায় আসন্ন উপনির্বাচনের মধ্যে অন্যতম মেদিনীপুর বিধানসভা। শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে উপনির্বাচনের নির্বাচনী প্রক্রিয়া। জাতীয় নির্বাচন কমিশন ১৩ নভেম্বর ভোটগ্রহণের দিন ঘোষণা করেছে, এবং ফলাফল প্রকাশ হবে ২৩ নভেম্বর।

মনোনয়ন জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে, যা চলবে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত। এবার প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগে "নো ডিউস সার্টিফিকেট" জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সদর মহকুমা শাসক মধুমিতা মুখার্জী।

মেদিনীপুর বিধানসভার সীমানা সদর ব্লকের কিছু অংশ এবং শালবনীর অংশ নিয়ে গঠিত। জেলার তথ্য অনুযায়ী, মেদিনীপুর বিধানসভার মোট ভোটার সংখ্যা ২,৯১,৬৪৩ জন। যার মধ্যে মহিলা ভোটার ১,৪৮,১০০ জন এবং পুরুষ ভোটার ১,৪৩,৫৪২ জন। থার্ড জেন্ডার হিসেবে ১ জন ভোটার রয়েছেন।

এবারের নির্বাচনে ৩০৪টি পোলিং স্টেশন থাকবে, যার মধ্যে মহিলা বুথ ২টি এবং ২৫টি সেক্টর থাকবে। পুরো বিধানসভা এলাকায় ৪টি ফ্লাইং স্কোয়াড টিম দায়িত্ব পালন করবে। নির্বাচনকে স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু করতে ১০০% ঈঅচঋ মোতায়েন করা হয়েছে এবং ওয়েব কাস্টিংয়ের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

VVPAT, CU, BU এবং অন্যান্য ইভিএম সরঞ্জাম যথাক্রমে ৫৯৪, ৫৯৩ এবং ৬০৬টি করে থাকছে। এছাড়াও, PWD ভোটারের সংখ্যা ৭৮২ জন এবং ৮৫ বছরের বেশি বয়সী ভোটার রয়েছেন ২,৬০৭ জন।

যেকোনও নির্বাচনী তথ্যের জন্য হেল্পলাইন নম্বর ১৯৫০ রাখা হয়েছে, যাতে ভোটাররা সহজেই নির্বাচনী প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্য পেতে পারেন।

# গরিবদের মুখে হাসি ফোটাচ্ছে মমতা সরকার -

## সোমবার থেকেই রাজ্যজুড়ে শুরু মুখ্যমন্ত্রীর আবাস যোজনা প্রকল্পের সমীক্ষার কাজ

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** মোদী সরকারের ক্রমাগত তাচ্ছিল্য ও বঞ্চনামূলক আচরণ অব্যাহত রয়েছে এখনও। এমতাবস্থায় মুশকিল আসান সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মানুষের মাথার উপর ছাদ দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। পুজোর ছুটির পর সোমবার থেকে সারা রাজ্যে শুরু হতে চলেছে মুখ্যমন্ত্রীর নয়া জনমুখী প্রকল্প বাংলা আবাস যোজনার সমীক্ষার কাজ।জানা গিয়েছে, গোটা রাজ্যের পাশাপাশি ঝাড়গ্রামেও ২১ অক্টোবর থেকে ১০ দিনের প্রাথমিক

এরপর ৩ পাতায়

## ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে রাশিয়া যাবেন নরেন্দ্র মোদি

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তৃতীয়বার ক্ষমতায় এসে চলতি বছরের জুলাইয়ে প্রথম রাষ্ট্রীয় সফরে রাশিয়া যান। ৩ মাসের ব্যবধানে ব্রিকস সামিটে অংশ নিতে আবারও রাশিয়া যাচ্ছেন তিনি। মনে করা হচ্ছে, চলমান ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতে পারেন মোদি।

১৮ অক্টোবর এক প্রতিবেদনে এ খবর দিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ বছর ১৬তম ব্রিকস সামিটের আয়োজক দেশ রাশিয়া। ২২-২৩ অক্টোবর কাজানে হবে এই সম্মেলন। সম্মেলনে অংশ নিতে পুতিনের আমন্ত্রণে মোদি রাশিয়া সফর করবেন মোদি। ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে, সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী মোদি কাজানে ব্রিকস সদস্য দেশগুলোর প্রতিনিধি এবং আমন্ত্রিত নেতাদের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন।

মোদির ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দেওয়ার বিষয়টি জানিয়ে বিবৃতিতে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় জানিয়েছে, 'ব্রিকস গোষ্ঠীর নেওয়া উদ্যোগগুলোর অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হবে এই সম্মেলনে। ভবিষ্যতে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য মূল্যবান আলোচনা হবে এখানে।'

ভারত, চীন, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা ও রাশিয়াকে নিয়ে তৈরি হয়েছে ব্রিকস জোট। নতুন পূর্ণ সদস্য দেশগুলো হল্যে মিসর, ইথিওপিয়া, ইরান, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরব। প্রতি বছর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কোনো না কোনো সদস্য দেশ ব্রিকস সম্মেলনের আয়োজন করে। গত বছরের আগস্ট মাসে এই জোটের সম্মেলন হয়েছিলো দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে।

মনে করা হচ্ছে, ব্রিকসের আসন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উঠতে পারে রাশিয়া-ইউক্রেনের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের প্রসঙ্গ। ফলে মোদির সফর ও ব্রিকস সামিটের উপর নজর রাখছে ইউক্রেনও।

এদিকে রাশিয়ার মাটিতে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে মোদির যোগদান 'তাৎপর্যপূর্ণ' সিধান্ত বলে মনে করছে ভারতীয় কূটনৈতিক মহলের একাংশ।

১-ম পাতার পর

# জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে 'লাল ফিতের ফাঁস' খুলে দ্রুত জমি জোগাড়

মাথায় রেখে জট কাটাতে আরও তৎপর হতে হবে প্রত্যেককে, তা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।'

প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সেই বৈঠকেই পশ্চিমবঙ্গের বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া অরক্ষিত এলাকাগুলির নিরাপত্তা বাড়াতে জমির জোগাড় এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে কথাবার্তা হয়।

গত কয়েক মাসে রাজ্য যে ভাবে জমি জোগাড় করেছে, বৈঠকে তার প্রশংসা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব। কেন্দ্রের তরফে সহযোগিতার আশ্বাসও দেন তিনি। প্রশাসনের একাংশের বক্তব্য, এ রাজ্যে জমি জোগাড়ের পদ্ধতি কঠিন এবং সংবেদনশীল। তা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন জটে আটকে থাকা জমিগুলি জোগাড় করতে রাজ্য যে-যে পদক্ষেপ করেছে, তাতেই সন্তুষ্ট কেন্দ্র।প্রসঙ্গত, জমি জোগাড় করা নিয়েই অতীতে রাজ্য এবং কেন্দ্রের বিস্তর টানাপড়েন চলেছে। রাজনাথ সিংহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীন এবং বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে রাজ্যের একাধিক বৈঠক হওয়ার পরেও সমস্যা মেটেনি। এমনকি, গত বছরের শেষে সুপ্রিম কোর্টের একটি মামলার শুনানিতে সরাসরি রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল কেন্দ্র।

প্রসঙ্গত, এ রাজ্যের ন'টি জেলায় বাংলাদেশ সীমান্ত আছে। সেগুলির বিস্তীর্ণ এলাকা এখনও সুরক্ষিত নয়। সেই কাজ করতে ইতিমধ্যেই মন্ত্রিসভার একাধিক বৈঠকে কিছুটা নিঃশব্দেই জমি জোগাড়ে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। ওই জমিগুলি বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়ার কথা। পুজোর আগে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনগুলির সঙ্গে বৈঠক করে নবান্নের সর্বোচ্চ মহল বার্তা দিয়েছে, দ্রুত জমি কেন্দ্রের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং বাকি সমস্যার সমাধানে বিএসএফের সঙ্গে সমন্বয় করে পদক্ষেপ করতে হবে।প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, কয়েকটি জায়গায় এখনও সমস্যা কাটেনি। যেমন, বিএসএফ কয়েকটি ক্ষেত্রে কেন্দ্রের থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ আনতে পারেনি। সেই অর্থ এলেই জমির ব্যবস্থা চূড়ান্ত হবে। কারণ, জমির মালিকের সঙ্গে অনেক আগে দর নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। তারপর সময় কেটে যাওয়ার বাজারদর বেড়ে গিয়েছে। জমির মালিক এখন নতুন দরে জমি বিক্রি করতে আগ্রহী। রাজ্যের জমি নীতি অনুযায়ী সেই পদক্ষেপই করতে হবে। পাশাপাশি, সরকারি খাস জমি কেন্দ্রকে হস্তান্তর করার পদ্ধতিও রয়েছে সরকারি স্তরে। সেই পদ্ধতিতেও কেন্দ্র অর্থ বরাদ্দ করে থাকে।

১-ম পাতার পর

## দাবি না মানলে মঙ্গলবার সর্বাত্মক চিকিৎসক ধর্মঘট

হয়েছে। সেখানেও সকলকে উপস্থিত থাকার আর্জি জানিয়েছেন দেবাশিস। পাশাপাশি সোমবার বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান বিক্ষোভের কর্মসূচিও নেওয়া হয়েছে জুনিয়র ডাক্তারদের তরফে।শুক্রবার তিনি যখন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পরবর্তী কর্মসূচি এবং 'ধর্মঘটে'র কথা বলেন, তখন তাঁর সঙ্গে অন্য জুনিয়র ডাক্তারদের পাশাপাশি সিনিয়ররাও ছিলেন।

১০ দফা দাবি নিয়ে 'আমরণ অনশনে' বসেছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। আরজি কর-কাণ্ডের বিচার, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে পরিবর্তনের দাবিতে গত দু'মাসের বেশি সময় ধরে তাঁদের আন্দোলন চলছে। কিন্তু সরকারের তরফে সাড়া মিলছে না। ইতিমধ্যে ছ'জন জুনিয়র ডাক্তার অনশন করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এখনও হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন পাঁচ জন। এই পরিস্থিতিতে আন্দোলনের পরবর্তী অভিমুখ কী হওয়া উচিত, তা স্থির করতে শুক্রবার সিনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন। বৈঠক শেষে দেবাশিস বলেন, "সোমবার পর্যন্ত আমরা একটা সময়সীমা দিচ্ছি। এর মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীকে আমাদের সব ক'টি দাবি মানার জন্য আলোচনায় বসতে হবে এবং সব ক'টি দাবি মেনে নিতে হবে। যদি তা না হয় তবে আগামী মঙ্গলবার সিনিয়র এবং জুনিয়র ডাক্তারদের সমস্ত সংগঠন সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালে সর্বাত্মক ধর্মঘটে যেতে বাধ্য হব।" দেবাশিস এ-ও জানান, সিনিয়র চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনা করেই তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

অতীতে জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতির জেরে স্বাস্থ্য পরিষেবায় সমস্যা দেখা দিয়েছিল বলে নানা অভিযোগ উঠেছিল। শুধু কলকাতায় নয়, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের হাসপাতাল এবং মেডিক্যাল কলেজগুলিতে প্রভাব পড়েছিল ডাক্তারদের কর্মবিরতি। শুক্রবার সেই কথা মনে করিয়ে দিয়ে হুঁশিয়ারির সুরে দেবাশিস বলেন, "ধর্মঘট চলাকালীন যদি এক জন রোগীরও কোনও সমস্যা হয়, তবে তার দায় রাজ্য সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রীকে নিতে হবে। আমাদের আর কোনও উপায় ছিল না বলেই অনশনে বসতে বাধ্য হয়েছিলাম আমরা। কর্মবিরতি তুলে নিজেদের জীবন বাজি রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম মানবিক মুখ্যমন্ত্রী আমাদের কথা ভাববেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও সদুত্তর পাইনি সরকারের থেকে। আমাদের সহযোদ্ধাদের সিসিইউতে ভর্তি করানো হয়েছে।"

## হিন্দি মাস সমাপন সমারোহ পালনের নিন্দায় সরব হলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন

বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন : হিন্দি বিতর্ক আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। চেন্নাই দূরদর্শনে হিন্দি মাস সমাপন সমারোহ পালনের নিন্দায় সরব হয়েছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন।

দক্ষিণের রাজ্যগুলো হিন্দি বিতর্কে আবার চরম আকার নিল। এই বিষয় তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন কড়া ভাষায় সুর চড়িয়ে বলেন অহিন্দি রাজ্যে হিন্দি মাস সমাপন সমারও অন্য ভাষাকে ছোট করা ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি বলেন " বহুভাষার দেশ ভারত। সেখানে অহিন্দিভাষী রাজ্যে জোর করে হিন্দি মাস উদযাপন আসলে অন্য ভাষাকে ছোট করা"। দক্ষিণী রাজ্যের রাজ্য সংগীত ' তামিল থাই বাজথু' গাওয়া হচ্ছিল। দেখা যায় দ্রাবিড় শব্দটি বাদ পড়েছে। এখান থেকেই বিতর্ক শুরু হয়। এই ইস্যুতেই যু পাল কে আক্রমণ শানিয়ে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন খোঁচা দিয়ে বলেন " রাজ্যপালের দ্রাবিড়িয়ান অ্যালার্জি রয়েছে "। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী বলেন 'দ্রাবিড়' শব্দটি বাদ দিয়ে তামিলনাড়ুর রাজ্য সংগীত গাওয়া তামিলনাড়ুর আইনের পরিপন্থী। তিনি আরো বলেন, "আইন না মেনে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী তার ওই পদে থাকার কথা নয়। রাজ্যপাল দেশের একতাকে এবং এখানে বসবাসকারী সম্প্রদায়ের মানুষকেই অপমান করলেন। 'দ্রাবিড়িয়ান' এলার্জিতে ভুগতে থাকা রাজ্যপালের কি সাহস হবে জাতীয় সংগীত থেকে শব্দটি বাদ দেওয়ার? কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত এখনই ওঁকে সরিয়ে দেওয়া। যিনি ইচ্ছাকৃতভাবে তামিলনাড়ু ও সেখানকার মানুষদের

এরপর ৪ পাতায়

১-ম পাতার পর

## হাতি যখন রাস্তায় যায় কিছু কুকুর পিছনে চিল্লায়', গো-ব্যাক স্লোগান শুনে মেজাজ হারালেন শুভেন্দু

সমালোচনা করেন জনসভা থেকে। তাঁর কথায়, 'ভিক্ষা দিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী যারা পার হচ্ছে তারা স্থায়ী সমস্যার সমাধান করতে চায় না। তাই চর এলাকার মানুষ সমস্যার মধ্যে আছেন। তৃণমূলের লোকেরা বলে ব্রিজ হয়ে গিয়েছে। ওটা ভারত সরকারের টাকায় তৈরি। ওসব গল্প বলে লাভ নেই। আপনাদের কোনও অবদান নেই ভূতনি চরে। মুখ্যমন্ত্রীর কোনও অবদান নেই। রাজ্য সরকারকে বলছি, স্কিম বানান। ৫০ লক্ষ টাকা যদি দেন তাহলে বাকি ৫০ ভাগ টাকা আনার জন্য দরবার আমরা করব।'ভূতনি সেতু কেন্দ্রীয় সরকারের টাকায় তৈরি বলে দাবি করেন শুভেন্দু অধিকারী। আর রাজ্য সরকারের কোনও অবদান নেই বলে কটাক্ষ করেন। এই ঘটনা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

এদিকে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে গো-ব্যাক স্লোগানের পোস্টার পড়ল মানিকচকের ভূতনি ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায়। আজ, শনিবার মানিকচকের ভুতনিচরের গোবর্ধন টোলা এলাকায় এই পোস্টার দেখা দিতেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। বিজেপির পক্ষ থেকে সেবাদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সেখানেই আসেন শুভেন্দু। যে রাস্তা দিয়ে আজ বিজেপি বিধায়ক সভামঞ্চে আসেন ঠিক সেই রাস্তার বরাবর একাধিক জায়গায় পড়ে গো-ব্যাক স্লোগান লাগানো পোস্টার। এই বিষয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'কেউ গো-ব্যাক স্লোগান দেয়নি। স্বাগত জানানোর লোকের সংখ্যা অনেক। আর ওগুলিকে তো হাজার টাকা দিয়ে ৪০-৫০ জন লোককে নিয়ে এসেছিল। হাতি যখন রাস্তায় যায় কিছু কুকুর পিছনে চিল্লায়।'

অন্যদিকে গো-ব্যাক স্লোগান এবং কালো পতাকা দেখিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস বলে দাবি করে বিজেপি। শুভেন্দু অধিকারীও সেদিকেই ইঙ্গিত করেন। কিন্তু ওই পোস্টারগুলিতে লেখা রয়েছে, বন্যার সময় কোথায় ছিলেন? এখন আপনি কেন এলেন? শুভেন্দু অধিকারী গো-ব্যাক। সৌজন্যে বানভাসি ভূতনিবাসী বলে পোস্টারে উল্লেখ রয়েছে। যদিও শুভেন্দুর বক্তব্য, 'এমন আচরণ কারা করছে সেটা পুলিশ বলতে পারবে। আমাকে ২০ হাজার লোক স্বাগত জানিয়েছে। আর ৩০টা লোককে পয়সা দিয়ে নিয়ে এসেছে। ৩০ টাকার চুল্লু আর হাজার টাকার ভাতা।'

২ পাতার পর

## গরিবদের মুখে হাসি ফোটাচ্ছে মমতা সরকার - সোমবার থেকেই রাজ্যজুড়ে শুরু মুখ্যমন্ত্রীর আবাস যোজনা প্রকল্পের সমীক্ষার কাজ

পর্যায়ের সমীক্ষার কাজ শুরু হচ্ছে। তিনটি সমীক্ষার পর জেলা প্রশাসনের হাতে পৌঁছবে তার রিপোর্ট। এর পরেই তৈরি হবে বাংলা আবাস যোজনায় প্রাপকদের নামের তালিকা। রাজ্য সরকার এই প্রকল্পে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে দেবে উপভোক্তাদের। ঝাড়গ্রামের অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলা পরিষদ) লক্ষ্মণ পেরুমল আরের কথায়, ২১ অক্টোবর থেকে দশদিন প্রাথমিক পর্যায়ের সমীক্ষা চলবে। ব্লকের যেখানে যেখানে জনসংখ্যা বেশি সেখানে তিনটি করে সমীক্ষক দল কাজ করবে। তাঁদের রিপোর্ট উচ্চপর্যায়ের আধিকারিকেরা ক্রস চেক করার পর তা জেলাস্তরে পাঠাবেন বিডিও। পরবর্তী পর্যায়ে জেলায় কতগুলো বাড়ি তৈরি হবে তার নির্দেশ আসবে জেলা প্রশাসনের কাছে।অনেক অপেক্ষার পর এবার তাই রাজ্যের এই নয়া প্রকল্পে বাড়ি পাওয়ার আশায় বুক বাঁধছে ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়ি কাঁকড়াঝোড়ের বহু গরিব পরিবারগুলি। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এই রাজ্যে কেন্দ্রীয় আবাস যোজনা ও ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ করে দেওয়ায় গরিব, খেটে খাওয়া মানুষ প্রবল সমস্যায় পড়েন। এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রকে একাধিকবার চিঠি দিলেও তারা কর্ণপাত করেনি। কেন্দ্রীয় আবাস যোজনার বাড়ি থেকে আজও বঞ্চিত জেলার বহু মানুষ।

## রাশিয়া, চীন, ভারত ও সউদী আরবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হবে: পুতিন

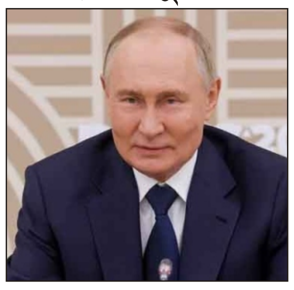

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, রাশিয়া, চীন, ভারত এবং সউদী আরবের অর্থনীতি প্রবৃদ্ধি প্রদর্শন করবে, যখন আফ্রিকান এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে অগ্রসর হবে।

'ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি হবে চীন, ভারতের মতো শক্তিশালী দেশে, ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি হবে রাশিয়া, সউদী আরব, তবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলোও উন্নত প্রবৃদ্ধি প্রদর্শন করবে,' পুতিন ব্রিকস দেশগুলোর গণপ্রধানদের সাথে বৈঠকে বলেছিলেন।

'উন্নয়নের নতুন কেন্দ্র গঠন' সময়ের লক্ষণ, রাশিয়ান নেতা বলেছেন।

'এই উন্নয়ন, আমি বিশ্বাস করি এমন বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে, যাদের মতামত আমি শুনি, এটি উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্রিকস সদস্য দেশগুলো তথা গ্লোবাল সাউথ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং আফ্রিকাতে দৃষ্টান্ত স্থাপণ করবে,' পুতিন উল্লেখ করেছেন।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২৮২ সংখ্যা ২০ অক্টোবর, ২০২৪ রবিবার ০৩ কার্ত্তিক, ১৪৩১

৩ পাতার পর

# হিন্দি মাস সমাপন সমারোহ পালনের নিন্দায় সরব হলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন

ভাবাবেককে আঘাত করেছেন "। এক্স হ্যান্ডেল এ তিনি লিখেছিলেন, " দূরদর্শনে হিন্দি মাস সমাপন সমারাহ পালনের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি আমি। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় দেশের সংবিধান ভাষাকেই ভাষার মর্যাদা দেয়নি। ফলে আমার পরামর্শ অহিন্দি রাজ্যে এভাবে জোর করে হিন্দি ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া বন্ধ করা উচিত। যে রাজ্যে যে ভাষা ব্যবহৃত হয় সেই ভাষাকে সম্মান জানিয়ে সংশ্লিষ্ট ভাষায় সমাপন সমাহু আয়োজন করা উচিত" । অন্যদিকে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের সমস্ত অভিযোগকে উড়িয়ে দিয়ে রাজ্যপালের দপ্তর থেকে সাপ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে "রাজ্যপাল সেখানে অতিথি হিসেবে এগিয়েছিলেন। তিনি কোন নির্দেশ দেননি। তবে যাঁরা গানটি গাইছিলেন তাঁরা অসাবধান বশত ওই শব্দটি বাদ দিয়ে ফেলেন"। তবে এ দাবি একেবারেই মানতে নারাজ স্ট্যালিন। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন আগেও এই রাজ্যপাল এই ধরনের কাজ করেছেন। প্রতিবার বিষয়টা অসাবধানতা নয় ইচ্ছাকৃত। পাশাপাশি পাল্টা তোপ দেগেছেন রাজ্যপাল। রাজ্যপাল অভিযোগ করে জানিয়েছেন " তামিলনাড়ু হল এমন এক রাজ্য যারা ত্রিভাষা ফর্মুলায় নিজের ভাষা ছাড়া সব ভাষার বিরোধিতা করে। অথচ বাকি ২৭ টি রাজ্য এই নীতি স্বীকার করে নিয়েছে" ।

## সম্পাদকীয়

### সহায়ক মূল্যে ধান কেনায় অনিয়ম ঠেকাতে রাজ্যের ভরসায় সিসি ক্যামেরা

বাম জমানায় রাজ্যের ধান চাষীরা কার্যত প্রতি বছর অভাবী বিক্রি করতে বাধ্য হতেন। এর সব থেকে বড় ফায়দা লুটতেন মধ্যসত্ত্বভোগীরা। সেই ছবিতে বদল এনেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বাংলার ধান চাষীদের কাছ থেকে সরাসরি ধান কেনার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন।বছর কুইন্টাল পিছু ধানের সহায়ক মূল্য ছিল ২১৮৩টাকা। এবার তা বাড়িয়ে ২৩০০ টাকা করা হয়েছে। তবে কেবলমাত্র ই-প্যাডি পোর্টালে রেজিস্ট্রিকৃত চাষিদের কাছ থেকেই ধান কেনা হবে। ধান বিক্রি করার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ধান চাষীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হবে। চাষীরা প্রত্যেকেই অনলাইনেই নিজের আইডি পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ধান বিক্রির জন্য শ্লট বুকিং করতে পারবেন। নির্দিষ্ট দিনে ধান নিয়ে গেলে তার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাঁদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকে যাবে। চাষিদের কাছ থেকে কেনা ধান রাইস মিলে পাঠানো হবে। ওই ধান চাল তৈরি করে তা গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে রেশন ও মিড ডে মিলের জন্য পাঠানো হবে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের সমস্ত সিপিসিতে একজন করে পারচেজ অফিসার ও একজন করে ডিসবার্স অফিসার নিযুক্ত করা হয়েছে। একজন চাষি সর্বাধিক ৯০ কুইন্টাল ধান সহায়ক মূল্যে বিক্রি করতে পারবেন বলেও জানানো হয়েছে।এর ফলে ধান চাষীরা নিজ নিজ এলাকাতেই তাঁদের ধান রাজ্য সরকারের আয়োজিত শিবিরে গিয়ে বিক্রি করতে পাচ্ছেন রাজ্য সরকার ঘোষিত সহায়ক দামে। ধান চাষীদের মধ্যে যারা কৃষকবন্ধু প্রকল্পের মধ্যে রয়েছেন তাঁরা সেই ধান বিক্রির সুযোগ যেমন পাচ্ছেন তেমনই বর্গাদাররাও সেই সুযোগ পাচ্ছেন। কিন্তু বিগত কয়েক বছরে চাষীরা অভিযোগ করেছেন যে তাঁদের ওজনে ঠকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেই অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর কানেও গিয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এবার খরিফ মরশুমে ধান কেনার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার যথেষ্ট কড়াকড়ি করেছে। সেই সঙ্গে প্রতিটি ধান ক্রয় কেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা বসানো বাধ্যতামূলক করেছে।চলতি বছরের খরিফ মরশুমে গোটা রাজ্যে মোট ৬৮ লক্ষ মেট্রিক টন ধান কেনার লক্ষমাত্রা নিয়েছে রাজ্য সরকার। খাদ্য দফতর সেই ধান কিনবে। বেনফেড, কনফেড, নাফেড ছাড়াও রাজ্য সরকারের নিজস্ব ক্রয়কেন্দ্র বা সিপিসি এবং ডব্লুবিইসিএসসি ও বিপিএএমসিএল সংস্থার মাধ্যমেও সেই ধান কেনা হবে। এবারে রাজ্য সরকার ধানের সহায়ক মূল্য বাড়ানোর পাশাপাশি সিপিসিতে ধান বিক্রয় করলে চাষিদের কুইন্টাল পিছু অতিরিক্ত ২০টাকা ইনসেনটিভ দেওয়ার কথাও জানিয়েছে। সেই সহায়ক মূল্যে ধান কেনায় অনিয়ম ঠেকাতে প্রতিটি স্থায়ী ক্রয় কেন্দ্রে বা সিপিসি-তে সিসি ক্যামেরা বসানো বাধ্যতামূলকও করে দিল রাজ্য সরকার। সেই সঙ্গে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে চাষিদের বায়োমেট্রিক ছাপও নেওয়া হবে। প্রতিটি স্থায়ী ক্রয় কেন্দ্রে ধান চাষীরা ২৩০০টাকা কুইন্টাল দরে ধান বিক্রি করতে পারবেন। শুধু তাই নয়, ধান বিক্রি করতে আসা চাষিদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রতিটি স্থায়ী ক্রয় কেন্দ্রে পানীয় জল, শৌচালয় এবং বসার পৃথক ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ধান ওজনের জন্য ডিজিটাল মেশিন অথবা ওয়ে ব্রিজের ব্যবস্থা থাকবে সেখানে।

# অসীম শক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(সপ্তম পর্ব)

গাছের নীচে বসে তিনিও তিন লক্ষ তারা জপ করেছিলেন। তিনি সাধনলাভ করেছিলেন আশ্বিন মাসের কোজাগরী শুক্লা চতুর্দশীতে। আরও আশ্চর্যের ঘটনা হল, জয়দত্ত মন্দির প্রতিষ্ঠা করে প্রথম যেদিন দেবীর পুজো করেছিলেন, সেদিনটাও ছিল কোজাগরী শুক্লা চতুর্দশী। আজও এই বিশেষ দিনে তারামায়ের পুজো ধুমধাম করে হয়।আমার গবেষণায় এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে তারা মায়ের মন্দির কে নিয়ে।রাণ থেকে মধ্যযুগ হয়ে ফেরা যাক আধুনিক বাস্তবের ইতিহাসে। জয়দত্তের তৈরি করা মন্দির একদিন ক্রমেই জীর্ণরূপ ধারণ করল। তখন সেই মন্দিরকে নতুনভাবে নির্মাণ করতে এগিয়ে এলেন বীরভূমের এড়োল গ্রামের রামজীবন রায়চৌধুরী। সেটি হল তারাপীঠের মন্দিরের দ্বিতীয় নির্মাণ। সেটা ছিল আনুমানিক ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দ। রামজীবন ছিলেন তারাপীঠের এলাকা ওই পুরো এলাকার পত্তনিদার। তারাপীঠের মন্দিরের ভগ্নদশা দেখে ভক্ত রামজীবনের মন খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু মন্দির সংস্কারের মতো অর্থ তাঁর ছিল না। তাই প্রজাদের কাছ থেকে তোলা খাজনার টাকায় তিনি আবার নতুন করে মন্দির গড়ে দিলেন। এর ফলে তিনি খাজনার টাকা তৎকালীন বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁকে দিতে পারলেন না। এর বিচার করার জন্য তাঁকে পেয়াদারা মুর্শিদাবাদে ধরে নিয়ে যায়। তিনি বলেন, খাজনার টাকা দিয়ে তিনি তারামায়ের মন্দির নির্মাণ করেছেন। কোনওরকম তছরুপ তিনি করেননি। নবাব একথার সত্যতা বিচারের জন্য লোক পাঠালেন। তাঁরা ফিরে এসে নবাবকে জানালেন, রামজীবন সত্য কথাই বলেছেন। তাঁর সত্যবাদিতায় খুশি হয়ে নবাব সব খাজনা মকুব করে রামজীবনকে রেহাই দিলেন।অন্যদিকে প্রায় আজ থেকে দুশো দুই বছর আগেকার ইতিহাস কি বলছে সেটি আমাদের অনেকেরই জানা, অনেকের অজানা। তবে এমন তথ্য উঠে এসেছে সে প্রসঙ্গে এই লেখাতেই উল্লেখ করছি।মন্দিরের সেই ভগ্নদশা দেখে কেঁদে ফেলেছিলেন জগন্নাথ রায়ও। তিনি ছিলেন

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

# মোদিকে বন্ধুত্বের বার্তা দিয়ে যা বললেন নওয়াজ শরিফ

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বন্ধুত্বের বার্তা দিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের বড় ভাই সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ।

পাকিস্তানে আয়োজিত সদ্যসমাপ্ত সাংহাই কো-অপারেশন অরগানাইজেশনের (এসসিও) সামিটে অংশ নেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। এই ঘটনাকে উপজীব্য করেই বন্ধুত্বের বার্তা দেন নওয়াজ শরিফ।

জানা গেছে, এসসিও সামিটে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। এই সৌহার্দ্য আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত বলে বার্তা দেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে পিএমএল-এন নেতার অনুরোধ, বৈরিতা নিয়ে ৭৫ বছর ইতোমধ্যেই নষ্ট করে ফেলেছে দুই দেশ। নতুন করে আরও ৭৫ বছর নষ্ট করা মোটেই উচিত নয়।

ইন্ডিয়া টুডের সঙ্গে আলাপে নওয়াজ শরিফ বলেন, “ভারত আমাদের প্রতিবেশী, চেষ্টা করেও সেটা বদলানো যাবে না। যদি এসসিও সামিটে মোদি আসতেন আমরা খুশি হতাম। তবে জয়শঙ্কর এসেছেন বলেও আমরা আনন্দিত। দুই দেশের সম্পর্ক ঠিক করতে আমরা বারবার চেষ্টা করেছি। গত ৭৫ বছর আমরা নষ্ট করে ফেলেছি। আরও ৭৫ বছর নষ্ট করা উচিত নয়।”

নওয়াজের অভিযোগ, ইমরান খান প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্কের অনেক বেশি অবনতি হয়েছে।

গত ১৫ ও ১৬ অক্টোবর পাকিস্তানের সভাপতিত্বে আয়োজিত হয় এসসিও সামিট। প্রথামাফিক পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ সব সদস্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদেরই আমন্ত্রণ জানান। গত আগস্ট মাসে আমন্ত্রণপত্র পান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। কিন্তু দুদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অবনতির কারণে মোদি এই সম্মেলনে যোগ দেননি। পরে নানা জল্পনার পর ভারত জানায় এসসিও সামিটে যোগ দিতে পাকিস্তানে যাবেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর।

প্রায় ৯ বছর পর ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই পাকিস্তান সফর শুরু থেকেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। সফরকালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের সঙ্গে সৌজন্যের করমর্দন এবং সাক্ষাৎকে ঘিরেও কম আলোচনা হয়নি। তবে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে নতুন করে বন্ধুত্বের বার্তা নিয়ে রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কোনও মন্তব্য করেনি।

গত ১৭ অক্টোবর এসসিও প্রতিনিধিদের জন্য পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ তার বাসভবনে আয়োজিত একটি নৈশভোজ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের সাইডলাইনে জয়শঙ্কর এবং পাকিস্তান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দারের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

তবে সূত্রের খবর, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ক্রিকেট সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের বিষয়ে কোনও আলোচনা হয়নি।

# কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

দেবী লক্ষ্মী হলেন সৌভাগ্য এবং শান্তির প্রতীক।তিনি হলেন ধনসম্পত্তি ও সমৃদ্ধির দেবী এবং হিন্দু সংস্কৃতিতে তিনি ব্যাপকভাবে পূজিতা। ভারতবর্ষে অসংখ্য লক্ষ্মী দেবীর মন্দির রয়েছে।তাঁর সৌন্দর্য অতুলনীয়। দেবী লক্ষ্মী তাঁর ভক্তদের কেবলমাত্র ধন সম্পত্তি দিয়েই আশীর্বাদ করেন না তাদের আধ্যাত্মিকতাকে বাড়িয়ে তুলতেও সাহায্য করেন। হিন্দুধর্মের মধ্যে একটা মেয়েকে ঘরের 'লক্ষ্মী' রূপেই দেখা হয়ে থাকে।

ক্রমশঃ

# দাউদ ইব্রাহিমের সঙ্গে যোগ ছিল বাবা সিদ্দিকীর, দাবি বিষ্ণোই গ্যাংয়ের শুটারের

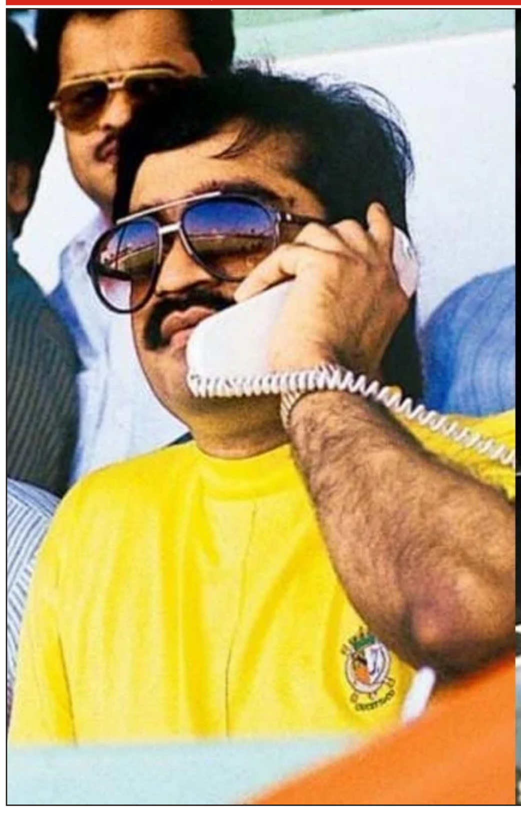

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টির (এনসিপি) নেতা বাবা সিদ্দিকীর সঙ্গে দেশটির এক সময়ের আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন দাউদ ইব্রাহিমের যোগ ছিল বলে দাবি করেছে লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের এক শুটার। উত্তর প্রদেশ থেকে গ্রেফতার হওয়ার পর লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সদস্য যোগেশ ওরফে রাজু এ দাবি করেছেন। ওই শুটারের দাবি, ভালো মানুষ ছিলেন না বাবা সিদ্দিকী। তার সঙ্গে ভারতের আন্ডারওয়ার্ল্ড মাফিয়া দাউদ ইব্রাহিমের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। জানা গেছে, যোগেশ লরেন্স বিষ্ণোই-হাশিম বাবা গ্যাংয়ের জন্য কাজ করেন। গত মাসে দিল্লির বৃহত্তর কৈলাস এলাকায় নাদির শাহ নামের এক ব্যায়ামাগারের মালিককে হত্যার অভিযোগে রাজুকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তবে বাবা সিদ্দিকী খুনের ঘটনায় তিনি জড়িত ছিলেন না বলে দাবি করেন। গত বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লি পুলিশের বিশেষ দল এবং মাথুরা পুলিশের যৌথ দলের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হন লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সদস্য রাজু। এরপরই তাকে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় পুলিশ একটি পিস্তল, গুলি ও একটি মোটরসাইকেল জব্দ করে। উল্লেখ্য, ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের সাবেক মন্ত্রী বাবা সিদ্দিককে ১২ অক্টোবর গুলি করে হত্যা করা হয়। তার ছেলের মুম্বাইয়ের কার্যালয়ের বাইরে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ গুরমেল বালজিৎ সিং, ধর্মরাজ কাশ্যপ নামে দুজনকে আটক করে। আটক বন্দুকধারীরা পুলিশকে বলেছে, বাবা সিদ্দিক ও তার ছেলে জিশানকে হত্যার জন্য তাঁদের ভাড়া করা হয়েছিল। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন শিবকুমার।

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# সিনেমার খবর

## নেপোটিজম নিয়ে যা বললেন মিঠুন

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** এক সাক্ষাৎকারে বর্ষীয়ান অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী ইন্ডাস্ট্রির নেপোটিজম ও নিজের ছেলেদের এই বিনোদন জগতে কাজ করা নিয়ে মুখ খোলেন। মিঠুন জানান, তিনি নেপোটিজমে বিশ্বাসী নন। তার এই ইন্ডাস্ট্রিতে কোনো গডফাদার ছিল না। তিনি নিজে কঠোর পরিশ্রম করে নিজের পায়ের তলার মাটি শক্ত করেছেন। তাই তিনি চান তার সন্তানরাও যেন নিজের পরিশ্রমে সেই জায়গা করেন, কেবল বাবার নামের জোরে যেন প্রতিষ্ঠিত না হন সেটা মাথায় রেখেছেন সব সময়।

বর্ষীয়ান এই অভিনেতার কাছে জানতে চাইলে বলিউড একটি 'পারিবারিক শিল্প' কিনা উত্তরে অভিনেতা বলেন, 'আমি একমত নই। আমার চার সন্তান আছে, আর তারা চারজনই বিনোদন জগতে কাজ করেন। আমি আজ পর্যন্ত কোনো প্রযোজককে, ওদের হয়ে কিছু বলিনি। কখনো বলিনি যে আমার ছেলেদের সুযোগ দিন।'

তিনি আরো বলেন, 'যদি কারোর বাবা হিরো হন, তাহলে তাকে যে হিরো হতেই হবে তার কোনো মানে নেই। তার মধ্যে ট্যালেন্টও থাকতে হবে। আর যদি ট্যালেন্ট না থাকে তো অনেক ধন্যবাদ, আপনি যেতে পারেন। যদি কারো বাবা অভিনেতা এবং ছেলেও অভিনেতা হয়ে যান, তাহলে ছেলেরও প্রতিভা রয়েছে সেটা মনে রাখবেন।'

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের শুরুতে পদ্মবিভূষণ সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন অভিনেতা। এবার বর্ষীয়ান অভিনেতাকে ভারতীয় চলচ্চিত্রের সর্বোচ্চ সম্মানে সম্মানিত করল মোদী সরকার। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে 'দাদা সাহেব ফালকে' পুরস্কার গ্রহণ করতে গিয়ে চোখ ছলছল নায়কের। মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেন, এই মঞ্চে আমি আগেও তিনবার এসেছিলাম, প্রথমবার জাতীয় পুরস্কার পাওয়ার পর মাথাটা একটু খারাপ হয়েছিল।

## সালমানের মুখ থমথমে, কাঁদছেন শিল্পা, হাসপাতালে বলিউড তারকারা

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** হাসপাতালে একের পর এক বলিউড তারকা। সালমান খানের মুখ থমথমে, কান্নায় ভেঙে পড়েছেন শিল্পা শেঠি। শোকস্তব্ধ সঞ্জয় দত্ত। শনিবার (১২ অক্টোবর) রাতে এরকমই ছিল মুম্বাইয়ের লীলাবতী হাসপাতালের চিত্র। ঘাতকের ছোড়া গুলিতে নিহত বাবা সিদ্দিকিকে শেষবারের মতো দেখতে ছুটে এসেছিলেন সবাই।

পাপারাজ্জো অ্যাকাউন্ট থেকে ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা ভিডিওতে দেখা যায়, হাসপাতালে পৌঁছানোর সময় শিল্পা চোখের জল ধরে রাখতে পারছিলেন না। গাড়ির মধ্যেই কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন শিল্পা। রাজ কুন্দ্রাকেও দেখা যায়, এই কঠিন সময়ে স্ত্রীকে সঙ্গ দিতে।

সালমানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল বাবা সিদ্দিকির। তার ওপর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সুরক্ষার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন এ নেতা। প্রিয় বন্ধুর চলে যাওয়ায় ছুটে আসেন ভাইজান। এ সময় তার মুখ ছিল থমথমে। চেহারায় ফুটে উঠেছিল প্রিয়জন হারানোর কষ্ট।

এছাড়া কাজ ফেলে ছুটে এসেছিলেন হাসপাতালে এসেছিলেন সঞ্জয় দত্ত, জাহির ইকবাল। দুঃখপ্রকাশ করে রীতেশ দেশমুখ বলেন, 'এই জঘন্য অপরাধের অপরাধীদের অবশ্যই বিচারের আওতায় আনতে হবে'।

শনিবার (১২ অক্টোবর) নিহত হন বাবা সিদ্দিকি। এদিন সন্ধ্যায় পূর্ব বান্দ্রায় কোলগেট গ্রাউন্ডের কাছে তার বিধায়ক পুত্র জিশান সিদ্দিকির অফিসের বাইরে গুলি করে খুন করা হয় সিদ্দিককে। দুই থেকে তিন রাউন্ড গুলি চালানো হয় বলে পুলিশ সূত্রের খবর।

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে বাবা সিদ্দিকির মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, তিন আসামির মধ্যে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তৃতীয়জন বর্তমানে পলাতক। তিনি বলেন, 'মুম্বাই পুলিশ প্রধান আমাকে জানিয়েছেন, দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একজন উত্তরপ্রদেশের, অন্যজন হরিয়ানার। তৃতীয় হামলাকারী পলাতক থাকলেও পুলিশ তাকে ধরার চেষ্টা করছে।

## স্বামী নেই, তবুও যার জন্য সিঁদুর পরেন রেখা

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** বলিউডের প্রবীণ অভিনেত্রী রেখার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনার যেন শেষ নেই। ৬৯ বছরে কখনো প্রেম নিয়ে নাম জড়িয়েছে অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে, আবার কখনো সঞ্জয় দত্তের সঙ্গে। এমনকী জুটেছে 'ঘরভাঙানি' তকমাও। একে একে তার চরিত্র নিয়েও উঠেছে বহু প্রশ্ন।

মাত্র ১৩ বছর বয়স থেকে সাংসারিক অনটনের তাগিদে শোবিজে ডেবিউ করতে হয়েছিল রেখাকে। এরপর রেখা বিয়েও করেন। দিল্লির ব্যবসায়ী মুকেশ আগরওয়াল ছিলেন তার স্বামী। বিয়ের কিছু মাসের মধ্যে যদিও আত্মহত্যা করেন মুকেশ।

সাধারণত সনাতনী রীতি অনুযায়ী, স্বামী বিয়োগে সিঁদুর মুছে ফেলতে হয় স্ত্রীকে। কিন্তু স্বামী মারা যাওয়ার পরেও সিঁদুর পরতেন রেখা। এখনো সিঁদুর পরতে দেখা যায় তাকে! এ নিয়ে অবশ্য আলোচনা একেবারে কমও হয়নি। কেন সিঁদুর পড়তেন, তা নিয়ে জবাবও দিয়েছিলেন অভিনেত্রী।

এক সাক্ষাৎকারে রেখা বলেছিলেন, যে শহরে আমার জন্ম সেখানে সিঁদুর ফ্যাশনের অংশ। আমার মনে হয় সিঁদুর পরলে আমাকে দেখতে ভালো লাগে। তাই নিজের জন্যই সিঁদুর পরি আমি। সিঁদুর আমাকে বেশ মানায়। এদিকে অভিনেতা পুনিত ইসার অভিনেত্রীর এই বক্তব্যের ওপর কটাক্ষ করে রেখার উদ্দেশে বলেছিলেন, রেখা নাকি সিঁদুর পরেন অমিতাভ বচ্চনের জন্য। তাদের প্রেম যে ছিল, এ খবর তো সকলেরই জানা। তবে তারা বিয়ে করেছিলেন কিনা এ নিয়ে গুঞ্জন থাকলেও সঠিক কোনো প্রমাণ আজ পর্যন্ত মেলেনি।সব মিলিয়ে এ নিয়ে বিতর্কে ভরা জীবন রেখার। এরপরও তাকে নিয়ে মানুষের মনে আগ্রহে কিন্তু একটুও ভাঁটা পড়েনি।

## প্রেমের কথা স্বীকার করলেন শ্রদ্ধা কাপুর

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** শ্রদ্ধা কাপুর, বর্তমান সময়ে বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী। প্রেমের সম্পর্কের গুঞ্জনে একাধিকবার খবরের শিরোনাম হয়েছেন তিনি। তবে কখনও তা স্বীকার করেননি শ্রদ্ধা। অবশেষে সম্পর্কে থাকার কথা স্বীকার করলেন এই অভিনেত্রী।

কসমোপলিটন ম্যাগাজিনকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন শ্রদ্ধা কাপুর। এ আলাপচারিতায় শ্রদ্ধা কাপুর বলেন, "আমি আমার পার্টনারের সঙ্গে সময় কাটাতে পছন্দ করি। যেমন্ত একসঙ্গে সিনেমা দেখা, ডিনারে যাওয়া বা কোথাও ঘুরতে যাওয়া। আমি এমন প্রকৃতির মানুষ যে, একসঙ্গে সময় কাটাতে অথবা কোনও কাজ নেই তারপরও একসঙ্গে সময় কাটাতে ভালোবাসি। এমনকি আমার স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে যদি দেখা না হয়, তবু মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আমার সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তাই।"

বিয়েতে বিশ্বাস করেন কি না? এ প্রশ্নের জবাবে শ্রদ্ধা কাপুর বলেন, "বিয়েতে বিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, বরং সঠিক ব্যক্তির সঙ্গে থাকার প্রশ্ন আগে। যদি কেউ মনে করেন বিয়ে করতে চান, তবে এটি ভালো। কিন্তু যদি তারা বিয়ে করতে না চান, সেটিও ভালো।"

'পার্টনার' শব্দটি ব্যবহার করে শ্রদ্ধা প্রেমের সম্পর্কে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তবে কার সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন তা পরিষ্কার করেননি এই নায়িকা। চলতি বছরের শুরুতে জানা যায়, চিত্রনাট্যকার রাহুল মোদির সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন শ্রদ্ধা। যদিও কয়েক মাসের ব্যবধানে এ সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার গুঞ্জনও বলিপাড়ায় উড়েছে।

শ্রদ্ধা কাপুর অভিনীত সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা 'স্ত্রী টু'। অমর কৌশিক পরিচালিত এ সিনেমায় তার বিপরীতে অভিনয় করেন রাজকুমার রাও। কমেডি-হরর ঘরানার এ সিনেমা গত ১৫ আগস্ট বিশ্বের ৩ হাজার পর্দায় মুক্তি পায়। মুক্তির পর বক্স অফিসে ঝড় তোলে সিনেমাটি।

## ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ভাইরাল ভিডিও কি অভিনেত্রী ওভিয়ার?

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** তামিল ও মালায়ালাম সিনেমার অভিনেত্রী ওভিয়া হেলেন। অভিনয় ক্যারিয়ারে বেশ কিছু দর্শকপ্রিয় সিনেমা উপহার দিয়েছেন। হঠাৎ তুমুল আলোচনায় উঠে এসেছেন এই নায়িকা। মূলত, ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের একটি ভিডিও ক্লিপ নিয়ে আলোচনার শীর্ষে রয়েছেন ওভিয়া।

দ্য ফ্রি প্রেস জার্নাল এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যক্তিগত মুহূর্তের একটি ভিডিও ফাঁস হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, ফাঁস হওয়া ভিডিওর নারী অভিনেত্রী ওভিয়া হেলেন। তবে এর সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্সে (টুইটার) ভাইরাল ভিডিও ও তার স্ক্রিন শট ভেসে বেড়াচ্ছে। নেটিজেনদের কেউ কেউ বলছেন, এটি ওভিয়ার অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ভিডিও। কেউ কেউ বলছেন এটি ডিপফেক ভিডিও।

এ অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রামে তার ভক্ত-অনুরাগী ও নেটিজেনরা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন। জানতে চেয়েছেন, ভাইরাল ভিডিওর মেয়েটি তিনি কিনা। 'ওভিয়া আর্মি' শিরোনামে ওভিয়ার ফ্যান পেজ থেকে বলা হয়েছে, 'ওভিয়া নিশ্চিত করেছেন ভিডিওটি তার নয়। আমরা সবসময় ওভিয়াকে সমর্থন করি।'

ইনস্টাগ্রামে পরিষ্কার করে কোনো মন্তব্য না করলেও মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্সে অরুণ বিজয় নামে একজনের প্রশ্নের উত্তরে ওভিয়া লেখেন, 'পরেরবার হবে ভাই।' ভিডিও নিয়ে জোর চর্চা চলছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। কিন্তু এখনো কোনো গণমাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে বক্তব্য দেননি ওভিয়া।

## এখনই অবসর নয়: জোকোভিচ

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** বিশ্বের এক নম্বর খেলোয়াড় ইয়ানিক সিনারের কাছে আরো একটি পরাজয়ের পর নোভাক জোকোভিচ বলেছেন, এখনো তার প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার ও আগামী মৌসুমে খেলা চালিয়ে যাবার পরিকল্পনা রয়েছে।

রেকর্ড ২৪ গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক ৩৭ বছর বয়সী এই সার্বিয়ান তারকা সাংহাই মাস্টার্সের ফাইনালে রোববার ইতালিয়ান সিনারের কাছে ৭-৬ (৭/৪), ৬-৩ গেমে পরাজিত হন। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ও ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়নের বিপক্ষে এনিয়ে শেষ চার লড়াইয়ে জকোভিচ তৃতীয় পরাজয় বরণ করেছেন।

জোকোভিচ জানিয়েছেন, ক্যারিয়ারের দীর্ঘ সময়ের প্রতিদ্বন্দ্বী রাফায়েল নাদালের পথ ধরে তিনি এখনই অবসরের কথা চিন্তা করছেন না। যদিও ক্যারিয়ারে সবচেয়ে বাজে মৌসুম কাটাচ্ছেন জোকোভিচ। আর সে কারণেই অবসরের বিষয়টি বারবার সামনে চলে আসছে।

সবশেষ ফাইনালের পর সাংবাদিকদের সামনে জোকোভিচ বলেছেন, 'আমি জানি না ভবিষ্যতে কি অপেক্ষা করছে। আমি শুধুমাত্র বর্তমান সময়ে কেমন অনুভব করছি সেটাই চিন্তা করি। এখনো কোর্টে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার ও আগামী মৌসুমে খেলার ইচ্ছা আছে।'

এ বছর জোকোভিচ তার গ্র্যান্ড স্ল্যামের ঝুলিতে কোন অর্জণ যোগ করতে পারেননি। এবারের চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম ভাগাভাগি করে নিয়েছেন সিনার ও কার্লোস আলকারাজ। স্প্যানিশ আলকারাজ জিতেছেন ফ্রেঞ্চ ওপেন ও উইম্বলডন শিরোপা। তবে এ বছরের প্যারিস অলিম্পিকের স্বর্ণ জয় করে কিছুটা হলেও হতাশা থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন জোকোভিচ। অগাস্টে প্যারিসের ফাইনালে তিনি আলকারাজকে পরাজিত করে স্বর্ণ জয় করেন। এটি ছিল তার ক্যারিয়ারের ৯৯তম শিরোপা। রোববারের ফাইনালে পরাজয়ের মাধ্যমে জিমি কনর্স ও রজার ফেদেরারের ১০০তম শিরোপা জয়ের কৃতিত্বকে স্পর্শ করতে পারেননি সার্বিয়ান তারকা।

জোকোভিচ বলেন, 'এটা আমার কাছে বাঁচা-মরার কোন লক্ষ্য নয়। আমি মনে করি ক্যারিয়ারে আমি সব ধরনের বড় লক্ষ্য অর্জণ করেছি। এই মুহূর্তে অবশ্যই সবকিছু স্ল্যাম জয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে। দেখা যাক এই লক্ষ্যকে কতটুকু সামনে এগিয়ে নিতে পারি।'

# কিউইদের বিপক্ষে 'বিদ্রোহী' সরফরাজের সেঞ্চুরি

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম শতরান। এই দিনটির জন্য কত পরিশ্রম করেছেন সরফরাজ খান। ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক ভাবে রান করে গেছেন। কিন্তু কিছুতেই ভারতীয় দলের দরজা খুলতে পারছিলেন না। চলতি বছরের শুরুতে অভিষেক হয় তার। আর এই ২০২৪ সালেই করলেন শতরান। তাও আবার প্রথম ইনিংসে ৪৬ রানে গুটিয়ে যাওয়া ভারতকে লড়াইয়ে ফেরানো রান। এই ইনিংস মিডল অর্ডারে শুধু তার জায়গা পাকা করার জন্য নয়, দেশকে বাঁচানোরও।

শুক্রবার সরফরাজ এবং বিরাট কোহলি মিলে ১৩৬ রানের জুটি গড়েন। তাদের সেই জুটি আশা জাগিয়েছিল লড়াইয়ে ফেরার। কিন্তু তৃতীয় দিনের শেষ বলে কোহলি আউট হওয়ার পর দায়িত্ব বেড়ে গিয়েছিল সরফরাজের। ভারতীয় সমর্থকদের চিন্তা ছিল তিনি শনিবার সকালে সেই দায়িত্ব পালন করতে পারবেন কি না। কিন্তু টিম সাউদির ওভারের তৃতীয় বলটি ব্যাক ফুটে এসে কভারের দিকে ঠেলে দিয়েই দৌড় শুরু করলেন সরফরাজ। হেলমেট খুলে ফেললেন। বুঝে গেলেন বলটি বাউন্ডারি পার করবে। কাঙ্ক্ষিত শতরানটি এসে গেছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম শতরান।

১৭ বছর বয়সে প্রথম বার ক্রিকেটবিশ্বের নজর কেড়ে নিয়েছিলেন সরফরাজ। প্রথমে বাবা নওশাদ খানের অধীনে

অনুশীলন শুরু করেন। নওশাদ নিজেও মুম্বাইয়ের প্রাক্তন ক্রিকেটার ছিলেন। ২০১৪ সালে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক হয় সরফরাজের। তিনি সেই বিরল ক্রিকেটারদের একজন যিনি দু'টি অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে খেলেছেন। ২০০৯ সালে হ্যারিস শিল্ডের একটি ম্যাচে ৪৩৯ রান করে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। মাত্র ১২ বছর বয়সে শচীন টেন্ডুলকারের ২১ বছরের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছিলেন। তারপরই সরফরাজকে মুম্বাইয়ের অনূর্ধ্ব-১৯ দলে নিয়ে নেওয়া হয়। সেখানে ভাল খেলে ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দলেও সুযোগ পান। অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ইতিহাসে সরফরাজের ৫৬৬ রান তৃতীয় সর্বোচ্চ। তার আগে রয়েছেন শুধু অইন মর্গ্যান এবং বাবর আজম।

সরফরাজের জীবনে বিতর্ক কম হয়নি। বয়স ভাঁড়ানোর অভিযোগে তাকে সাময়িকভাবে পদচ্যুতি করে দেয় মুম্বাই ক্রিকেট সংস্থা (এমসিএ)। প্রথমে মানতে না চাইলেও পরে নিজের অপরাধ স্বীকার করে নেন সরফরাজ। শৃঙ্খলাজনিত কারণে এর পর এমসিএ-র ইন্ডোর অ্যাকাডেমি ক্যাম্প থেকে নির্বাসিত করা হয় তাকে। সরফরাজের রাগ তাকে বার বার বিপদে ফেলছিল। ২০১৪-১৫ মৌসুমে ঘরোয়া ক্রিকেটে তার ম্যাচ ফি আটকে রাখা হয়। অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেটের একটি ম্যাচে নির্বাচকদের উদ্দেশে কিছু অঙ্গভঙ্গি করেছিলেন তিনি। ২০১৪-১৫ মৌসুমের পরেই সরফরাজ মুম্বাই ছেড়ে উত্তরপ্রদেশের হয়ে খেলতে চলে যান।

উত্তরপ্রদেশে দুটো মৌসুম কাটালেও সেভাবে সাফল্য পাননি। ফলে জাতীয় দলের দরজা খোলার কোনো সুযোগই ছিল না। ২০১৯-২০ মৌসুমে সরফরাজ আবার ফিরে আসেন মুম্বাইয়ে। সেটাই ছিল মোড়ঘোরানো সিদ্ধান্ত। পরের দু'টি মৌসুমে যে দাপটের সঙ্গে তিনি ব্যাট করেন তা ঘরোয়া ক্রিকেটে খুব কম ক্রিকেটারই করতে পেরেছেন। ওয়াসিম জাফর এবং অজয় শর্মার পরে ভারতের তৃতীয় ক্রিকেটার হিসেবে প্রথম শ্রেণির ঘরোয়া ক্রিকেটে পর পর দু'বার ৯০০-এর বেশি রান করেন। গত মৌসুমেও ভাল খেলেছেন।

ঘরোয়া ক্রিকেটে রানের পর রান করেও সুযোগ না পাওয়ায় বার বার প্রতিবাদ করেছেন তিনি। হয়ে উঠেছেন'বিদ্রোহী' ক্রিকেটার। ২০২২-এর বাংলাদেশ সিরিজে তাকে সুযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু সেই সফর তো দূর, পরের অস্ট্রেলিয়া সিরিজেও সুযোগ পাননি।

ভারত 'এ' দলে সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু ভাল খেলতে পারেননি। সেই কারণেই কি জাতীয় দলে জায়গা পেতে দেরি হচ্ছে সরফরাজ[]রে? এ কথা মানতে চাননি মুম্বাইয়ের ক্রিকেটার। তিনি বলেছিলেন, 'কয়েকটা ম্যাচ ব্যর্থ হতেই পারি। আমি তো সৃষ্টিকর্তা নই। কিন্তু ঘরোয়া ক্রিকেটে লাল ও সাদা বল, দু'ধরনের ক্রিকেটেই ধারাবাহিক ভাবে রান করেছি। আমাকে একদিনের দলেও সুযোগ দিতে পারে বোর্ড। এত দিন ধরে খেলছি। জাতীয় দলে সুযোগ পেতে আর কী করব?'

সরফরাজের সঙ্গে বঞ্চনার ইতিহাস বেশ লম্বা। গত বছরও তাকে হতাশ হতে হয়েছে। গত বছরের মাঝামাঝি ওয়েস্ট ইন্ডিজগামী দলেও নেওয়া হয়নি সরফরাজকে।

# রোনালদোর ৯০৬তম গোলে পর্তুগালের তিনে তিন

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** নেশন্স লিগে জয়ের ধারায় ছুটে চলছে পর্তুগাল। একের পর এক জয় তুলে টানা তিন ম্যাচে অপরাজেয় রইলো ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর দল। এবার তারা ৩-১ গোলে হারিয়েছে পোল্যান্ডকে। দলের জয়ে একটি করে গোল করেছেন রোনালদো ও বার্নার্দো সিলভা। অন্য গোলটি আত্মঘাতী। পোল্যান্ডের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন পিওতর জেলেনস্কি।

এদিন দেশের হয়ে টানা তৃতীয় ম্যাচে জালের দেখা পেয়েছেন রোনালদো। এতে হাজার গোলের দিকে অনায়াসেই ছুটে চলেছেন পর্তুগিজ সুপারস্টার। টানা তিন জয়ে টানা তিন গোল করলেন রোনালদো। জাতীয় দলের জার্সিতে ২১৫ ম্যাচে এটা রোনালদোর ১৩৩তম গোল। সব মিলিয়ে হাজারি ক্লাবে ঢুকতে তার দরকার আর ৯৪ গোল। ক্লাবের হয়ে ৩৯ বছর বয়সী তারকা করেছেন ৭৭৩ গোল। এতে আন্তর্জাতিক ও ক্লাব ফুটবল মিলিয়ে তার ক্যারিয়ার গোল এখন ৯০৬টি।

পোল্যান্ডের ওয়ারশতে খেলতে নেমে সবদিক থেকেই দাপট দেখিয়েছে সফরকারী পর্তুগাল। তাদের দখলে বল ছিল ৬৩ শতাংশ। এ ছাড়া ১৮টি শট নিয়ে ৬টি রাখতে পারে লক্ষ্যে। অন্যদিকে, ১২টি শটের মধ্যে ৪টি লক্ষ্যপথে ছিল পোল্যান্ডের।

ওয়ারশে ১০ মিনিটেই জালের দেখা পেতে পারতেন রোনালদো। কিন্তু ট্যাপ-ইন করতে গিয়ে তার শট ফিরে আসে পোস্টের উপরের বারে লেগে। ২৬ মিনিটে ব্রুনো ফার্নান্দেজের হেড পাস পেয়ে বাঁ পায়ের জোরাল শটে পর্তুগালকে লিড এনে দেন ম্যানসিটির তারকা সিলভা। এরপর ৩৭তম মিনিটে দলকে ফের উল্লাসে ভাসান রোনালদো। এই গোলটি পেতে পারতেন রাফায়েল লেয়াও। কিন্তু তার শটটি গোলপোস্টে লেগে ফেরত আসতেই নিচু শটে লক্ষ্যভেদ করেন সিআরসেভেন। এতে পোলিশদের বিপক্ষে ১৭ বছর পর গোল পেলেন পাঁচ বারের ব্যালন ডি'অর জয়ী।

৭৮ মিনিটে স্বাগতিকদের হয়ে ইন্টার মিলান মিডফিল্ডার পিওতর জেলিনস্কির গোলে ব্যবধান কমলে কিছুটা আশা জাগে পোল্যান্ডের। তবে সেই আশা শেষ হয়ে যায় ৮৮ মিনিটে আত্মঘাতী গোল করলে। গোলমুখে বল আটকাতে গিয়ে নিজেদের জালে ঠেলে দেন ডিফেন্ডার ইয়ান বেদনারেক। এতেই ৩-১ গোলে হেরে যায় রবার্ড লেভান্ডোভস্কির দল।

টানা তৃতীয় জয়ে ৯ পয়েন্ট নিয়ে 'এ' লিগের ১ নম্বর গ্রুপের শীর্ষে আছে পর্তুগাল। ক্রোয়েশিয়া ৬ পয়েন্ট নিয়ে আছে দুইয়ে। তৃতীয় স্থানে পোল্যান্ডের পয়েন্ট ৩। স্কটল্যান্ড এখনও পয়েন্টের খাতা খুলতে পারেনি।

# ভারতকে হারাতে
## নিউজিল্যান্ডের লক্ষ্য মাত্র ১০৭ রান

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** প্রথম ইনিংসে মাত্র ৪৬ রানে অলআউটের পরে নিউজিল্যান্ড সংগ্রহ করেছিলো ৪০২। ৩৫৬ রানের লিড দেয়ায় অনেকেই ভেবেছিলেন হয়তো ইনিংস ব্যবধানেই হারতে যাচ্ছে ভারত। তবে সফররাজের ১৫০, কোহলির ৭০ ও পান্তের ৯৯ রানের উপর ভর করে দ্বিতীয় ইনিংসে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় ভারত। দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৬২ রানের বিশাল সংগ্রহ গড়ে তোলে রোহিতের দল। তবে লাভ খুব বেশি হচ্ছে না তাদের। কারণ, প্রথম ইনিংসে পিছিয়ে পড়ে মাত্র ১০৬ রানের লিড নিতে পেরেছে তারা।

ফলে জয়ের জন্য দ্বিতীয় ইনিংসে ১০৭ রানের লক্ষ্য পেয়েছে কিউইরা। যদিও ব্যাট করতে নামার পর এক ওভারও শেষ করতে পারেনি তারা। মাত্র ৪ বল খেলে কোনো রান না করেই দিন শেষ করে তারা। দিন বাকি আছে আর একটি। ৫ম দিনের খেলায় খুব বড় ধরণের কোন দুর্ঘটনা না ঘটলে এই ম্যাচ নিউজিল্যান্ড জিততে যাচ্ছে এমনটাই বলছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা।

# আইএসএলে একপেশে বড় ম্যাচে
## আধিপত্য বজায় মোহনবাগানের

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** কলকাতা লিগের মিনি ডার্বি জিতে আত্মবিশ্বাসী ছিল মোহনবাগান। অন্য দিকে, টানা চার ম্যাচ হেরে ক্লান্ত ইস্টবেঙ্গল। সুযোগ ছিল, ঘুরে দাঁড়ানোর। সমস্ত হতাশাকে বাড়তি তাগিদে পরিণত করার। টেকনিক্যাল এরিয়ায় ছিলেন ইস্টবেঙ্গলের নতুন কোচ অস্কার ব্রুজোও। কিন্তু কোনও কিছুতেই পরিসংখ্যান বদলাল না। ইন্ডিয়ান সুপার লিগে মুখোমুখি সাক্ষাতে এর আগে ৭ বার জিতেছিল মোহনবাগান। একটি ম্যাচ ড্র। জয়ের মুখ দেখেনি ইস্টবেঙ্গল। তেমনই এ মরসুমের আইএসএলেও প্রথম জয়ের খোঁজে ইস্টবেঙ্গল। লাল-হলুদের ইচ্ছেপূরণ হল না। আইএসএলে আধিপত্য বজায় রইল মোহনবাগানেরই। মরসুমের প্রথম ডার্বিতে ২-০ জয় সবুজ মেরুনের।

ম্যাচে সেই অর্থে সুযোগই তৈরি করতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচের ১৭ মিনিটে অবিশ্বাস্য সেভ প্রভসুখন গিলের। গত দুই ম্যাচে দেবজিৎ মজুমদারকে খেলানো হয়েছিল গোলে। বড ম্যাচে প্রভসুখনে ভরসা রেখেছিল ইস্টবেঙ্গল টিম ম্যানেজমেন্ট। তবে গোল সেভের পরই আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। অফসাইডে মোহনবাগানের গোল বাতিল হয়। ২৫ মিনিটে ফের সুযোগ তৈরি করে মোহনবাগান। মনবীরের হেডার বাঁচান প্রভসুখন। হেক্টর ইউস্তে এবং আনোয়ার আলি বাকি দায়িত্বটুকু পালন করেন। মাঝে মাদিহ তালাল একটা সুযোগ পেলেও গোলে বল রাখতে পারেননি।

বিরতির আগেই অবশ্য মনবীরের পাসে জেমি ম্যাকলারেনের গোল। আইএসএলে তাঁর দ্বিতীয় ম্যাচ, দ্বিতীয় গোল। বড় ম্যাচেও গোলের খাতা খুলে ফেললেন ম্যাকলারেন। ৪১ মিনিটে ১-০ এগিয়ে যায় মোহনবাগান। ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্স পজিশনেই ছিল না। ডান দিক থেকে উঠছিলেন মনবীর। ততক্ষণে অনেকটাই দেরি হয়ে গিয়েছে। মনবীরের পাস থেকে ঠান্ডা মাথায় সহজ ফিনিশ ম্যাকলারেনের।

ঘুরে দাঁড়ানো দূর-অস্ত। উল্টে নির্ধারিত সময়ের শেষ মুহূর্তে পেনাল্টি উপহার ইস্টবেঙ্গলের। গ্রেগ স্টুয়ার্টের পাস ধরে এগোচ্ছিলেন পেত্রাতোস। বল তাঁর পা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর ফাউল প্রভসুখনের। পেনাল্টি থেকে ২-০ করেন দিমি পেত্রাতোস। ৪০০তম কলকাতা ডার্বি, মাইলফলকের ম্যাচে জিতল মোহনবাগান।

## ১২০ কোটিতে ব্যক্তিগত দ্বীপ কিনছেন নেইমার

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** ইনজুরির কারণে বর্তমানে মাঠের বাইরে রয়েছেন ব্রাজিলের তারকা ফুটবলার নেইমার জুনিয়র। তবুও আলোচনায় আছেন নিয়মিত। এবার আলোচনায় এসেছেন আবারও ভিন্ন এক বিষয় নিয়ে। ব্রাজিলে একটি দ্বীপ কিনতে যাচ্ছেন নেইমার।

দ্বীপটির অবস্থান রিও ডি জেনিরোর কাছাকাছি, নাম ইলাহাও দো জাপাও। এটি কিনতে নেইমারের খরচ হবে ৯০ লাখ ইউরো বা প্রায় ১২০ কোটি টাকা। নেইমার দ্বীপটিতে এখনও থাকছেন, তবে এর জন্য প্রতিদিন ৫০ হাজার ইউরো ভাড়া দিতে হয় আল হিলালের এই তারকাকে।

এ মুহূর্তে দ্বীপটির মালিকানা কানাডিয়ান একটি প্রতিষ্ঠানের। আগে দ্বীপটির দাম ১ কোটি ২০ লাখ ইউরো চেয়েছিল তারা। এখন ৩০ লাখ ইউরো দাম কমিয়ে চাওয়ায় এটা কিনতে যাচ্ছেন নেইমার।

দ্বীপটিতে একই সঙ্গে ১০ জন অতিথি থাকতে পারবেন। রিও ডি জেনিরো থেকে দ্বীপটিতে পৌঁছাতে হেলিকপ্টারে ৩৫ মিনিট লাগে। এ মুহূর্তে দ্বীপটির মালিকানা প্রতিষ্ঠানের একটি হেলিকপ্টার আছে, যেটি নেইমারের হবে। হেলিকপ্টার ছাড়াও রিও থেকে নৌকায় করে সেখানে যাওয়া যায়। দ্বীপটি সব মিলিয়ে তিন হেক্টরের। সেখানে ইন্দোনেশিয়ান স্টাইলের একটি মূল ভিলা, দুটি স্যুইট, একটি মাছের পুকুর ও সমুদ্রের দিক মুখ করা তিনটি বাংলো আছে।

ইলাহাও দো জাপাওই অবশ্য নেইমারের বিলাসবহুল সম্পত্তি নয়। ব্রাজিলের মানগারাতিবা রিসোর্টে তার একটি ছয় বেডরুমের বাড়ি আছে। এ ছাড়া সাও পাওলোর কাছে আছে তার আরেকটি বিলাসবহুল বাড়ি।

## ৩৩ বছর বয়সেই অবসরে মাটিপ

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** ক্যামেরুন ও লিভারপুলের সাবেক ডিফেন্ডার জোয়েল মাটিপ সব ধরনের ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন। মার্সিসাইড ক্লাবের এক বিবৃতিতে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

২০১৬ সালে ফ্রি ট্রান্সফারে লিভারপুলে যোগ দিয়েছিলেন ৩৩ বছর বয়সী মাটিপ। জার্গেন ক্লপের অধীনে এ্যানফিল্ডে কাটিয়েছেন আট বছর। এই সময়ের মধ্যে ২০১৯ সালে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, ২০২০ সালে প্রিমিয়ার লিগের পাশাপাশি জিতেছেন এফএ কাপ ও দুটি ক্যারাবাও কাপ।

গত বছর শেফিল্ড ইউনাইটেডের বিপক্ষে লিভারপুলের জার্সিতে সর্বশেষ ম্যাচ খেলেছেন। ঐ ম্যাচে মাটিপ এসিএল ইনজুরিতে পড়েন।

লিভারপুলের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'গত মৌসুমের শেষ দিনে এ্যানফিল্ডে মাটিপ ও সমর্থকরা একে অপরকে বিদায় জানিয়ে দিয়েছে। এরপরপরই তার সাথে লিভারপুলের চুক্তি শেষ হয়ে যায়। এখন তিনি পেশাদার ক্যারিয়ার শেষের ঘোষণা দিয়েছেন।'

সেন্টার-ব্যাক মাটিপ ক্যামেরুনের হয়ে ২৭টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। ২০১০ ও ২০১৪ বিশ্বকাপে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR